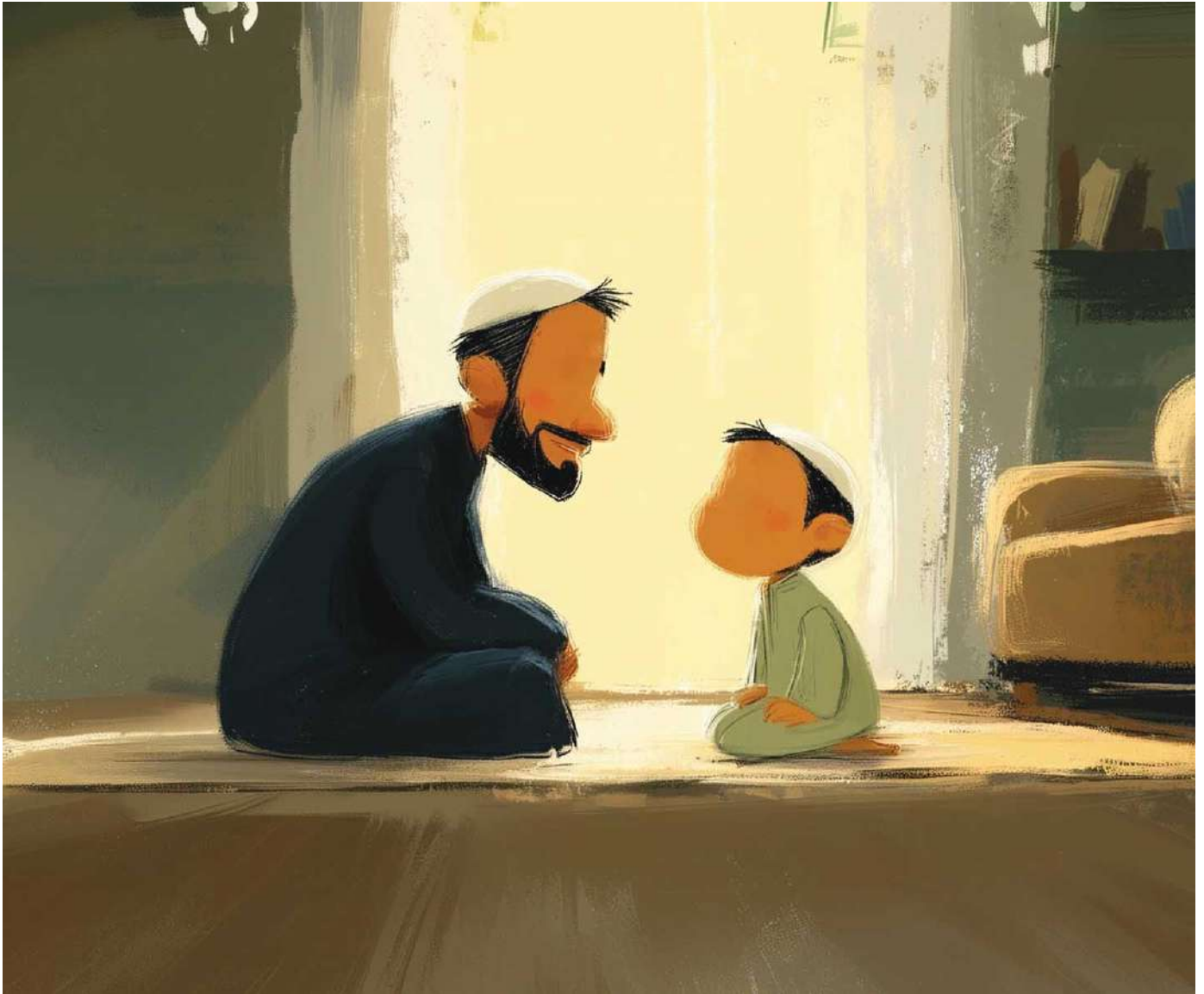




শোন তাহলে, এই মাসজিদুল আকসার আরেক নাম বাইতুল মুকাদ্দাস। এই অঞ্চলটিকে কুদসও বলা হয়। এই মসজিদটি পবিত্র নগরী ফিলিস্তিনের পবিত্র শহর জেরুজালেম নামক অঞ্চলে অবস্থিত। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআ'লা কুরআনুল কারিমের কয়েকটি জায়গায় এই নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন।

মুস'আব : কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআ'লা এই নগরী সম্পর্কে কী বলেছেন, আব্বু?

“আব্বু: তোমাকে বিস্তারিত জানাতে একটু সময় লাগবে, মুস'আব। আর তাছাড়া আমার উচিত তোমাকে সঠিক ও দলিল ভিত্তিক তথ্য দেয়া। আমাকে একটু সময় দাও, আমি কয়েকদিন এটা নিয়ে পড়ালেখা করে তোমার জন্য সকল তথ্য একত্র করে তারপর তোমাকে জানাবে ইন শা আল্লাহ। ঠিক আছে মুস'আব?

আব্বুর কথা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখনি মাসজিদুল আকসা সম্পর্কে আরও জানতে মন চাইছিল, কিন্তু আব্বু তো আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বললেন।

মুস'আব : কেনো তোমার কয়েক দিন লাগবে, আব্বু? তুমি যা জানো তাই বলে দাও আমাকে।

আব্বু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বাবা! আমি বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। কিন্তু মাসজিদুল আকসা ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই তোমাকে

সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়া আমার কর্তব্য। যদিও আমি অনেক কিছু জানি কিন্তু কিছু বিষয়ে দলিল সংগ্রহ করা দরকার। আমি চাই না ভুল করে তোমাকে ভুল তথ্য দিয়ে ফেলি।

তাছাড়া "তুমি কি জানো, জ্ঞান অর্জনে ধৈর্য ধরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? তাড়াহুড়ো করে ভুল তথ্য শিখে গেলে তা পরবর্তীতে তোমার জন্য বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। তাই, নতুন কিছু শিখতে হলে ধৈর্য ধরে পড়াশোনা করা এবং সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করা জরুরি।"

মুস'আব : "ঠিক আছে আব্বু,"। "সেটাই আমার জন্যে উত্তম হবে ইন শা আল্লাহ। কবে আপনি আমাকে সব তথ্য জানাবেন?"

আব্বু : হেসে বললেন, "কয়েকদিনের মধ্যেই, ইন শা আল্লাহ। তুমি কিছুটা ধৈর্য ধরো।

আমি আব্বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি জানতাম আব্বু সবসময় আমার পাশে আছেন এবং আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা...

জুম'আবার। ফজরের সালাতের পর যিকির-আযকার শেষে বাসায় আসলাম। আব্বু আমাকে ডাকলেন। আমি দৌড়ে এসে আব্বুর পাশে বসলাম।

আব্বু, "আমি মাসজিদুল আকসা সম্পর্কে তোমার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। তুমি কি এখন শুনতে চাও?"



আবু : ফেরাউনের ঘরে থাকাকালীন সময়ে মুসা আলাইহিস সালাম একদিন দুপুর বেলা হাটতে বের হয়েছিলেন। এমন সময় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। যাদের একজন যালেম সম্রাটের (ফেরাউন) ক্বিবতী বংশের এবং অন্যজন ময়লুম বনু ইসরাঈলের। মুসা আলাইহিস সালাম তাদের থামাতে গিয়ে যালেম লোকটিকে একটা ঘুষি মারলেন। কি আশ্চর্য লোকটি তাতেই মারা গেল! মুসা আলাইহিস সালাম দারুণভাবে অনুতপ্ত হলেন। এই ঘটনার পর মুসা আলাইহিস সালাম মিশর থেকে চলে গেলেন মাদয়ানে। ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন নবি শু'আইব আলাইহিস সালামের ঘরে।

আর সেখানে তিনি দীর্ঘদিন থাকেন এবং সেখানে মুসা আলাইহিস সালামের চারিত্রিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শু'আইব আলাইহিস সালাম তাঁর মেয়েকে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে বিয়ে দেন।

মুস'আব : আবু, শু'আইব আলাইহিস সালাম তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের স্বশুর ছিলেন?

আবু : হ্যাঁ আবু, শু'আইব আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের স্বশুর ছিলেন। অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন শু'আইব আলাইহিস সালামের মেয়ের জামাই। মুসা আলাইহিস সালাম দীর্ঘদিন মাদয়ানে থাকার পর আবার মিশরে ফিরে আসেন।

মুস'আব : মুসা আলাইহিস সালাম মিশরে কেন ফিরে গিয়েছিলেন, আবু?

আবু : মুসা আলাইহিস সালাম মিশরে ফিরে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার জন্যে মিশরে ফিরে আসেন। তাঁর ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে নিয়ে ফেরাউনকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতা'লার দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। এছাড়াও মিশরের বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ফেরাউনের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। তাদের মুক্তির জন্য মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু ফেরাউন মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত গ্রহণ না করে উল্টো তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এরপর মুসা আলাইহিস সালাম অত্যাচারিত বনী ইসরাঈলদের নিয়ে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মিশর থেকে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ফেরাউন তাঁর দলবল নিয়ে তাদের ধরার চেষ্টা করে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাতা'লার দয়ায় অলৌকিকভাবে মুসা আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ফেরাউনের কবল থেকে বেঁচে যায় এবং ফেরাউন ও তাঁর দলবল পানিতে ডুবে মারা যায়।

মুস'আব : আবু, মুসা আলাইহিস সালাম বনু ইসরাঈল সম্প্রদায়কে নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছিলেন? ফেরাউন মারা যাওয়ার পর মুসা আলাইহিস সালাম কি আবার মিশরে ফিরে এসেছিলেন? কারণ ফেরাউনের মৃত্যুর পর তো মিশরের রাজত্ব ও ক্ষমতা মুসা আলাইহিস সালাম সহজেই পেয়ে যেতেন।



মুস'আব : আলহামদুলিল্লাহ, বাইতুল মুকাদ্দাস আবারো নবিদের দখলে চলে আসলো, আবু।

আবু : আলহামদুলিল্লাহ। এই দাউদ আলাইহিস সালাম পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করেন এই জেরুজালেমে। যাকে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা Kingdom of David বলে থাকে। পরবর্তীতে তাঁর ঘরে জন্ম হয় সুলায়মান আলাইহিস সালামের।

মুস'আব : তাহলে সুলায়মান আলাইহিস সালাম ছিলো দাউদ আলাইহিস সালামের ছেলে, মাশাআল্লাহ।

আবু : জি, সুলায়মান আলাইহিস সালাম দাউদ আলাইহিস সালামের সন্তান ছিল। দাউদ আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর সুলায়মান আলাইহিস সালাম জেরুজালেমের বাদশা হন। যখন তিনি জেরুজালেমের বাদশা হয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর শাসনকে আরও বেশি বিস্তৃত এবং শক্তিশালী করেন।

সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার নিকট দুয়াও করেছিলেন, যেন সুলায়মান আলাইহিস সালামের পর এরকম বড় রাজত্ব আর কাউকে না দেয়া হয়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর দুয়া কবুল করেছেন। বিশ্বের বুকে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজত্ব ছিল সুলায়মান আলাইহিস সালামের।



এই পবিত্র ভূমির জন্য পারসিক, রোমান, ক্রুসেডার, তাতার, ইংরেজ, ইহুদি, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ছাড়াও আরও যাদের চিনি এবং যাদের চিনি না তারা প্রত্যেকেই লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবে বলে জানা যায়।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর উমর রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু, বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করেন।

মুস'আব : আল্লাহু আকবর! আবু, আমার খুবই খুশি লাগছে যে মুসলিমরা বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করতে পেরেছে।

আবু : আলহামদুলিল্লাহ। তুমি জানো, মুসলিমরা ফিলিস্তিনের মাটিতে প্রবেশ করার স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই ফিলিস্তিনির অধিকাংশ অধিবাসী দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেন। ১৯ হিজরী থেকে পুরো ফিলিস্তিন ইসলামি ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এরপর অনেকবছর পর্যন্ত এই পবিত্রভূমি মুসলিমদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু বনু ইসরাইলের সম্প্রদায়ের মত যখন পরবর্তী মুসলিমরাও কুরআন ও সুন্নাহকে ভুলে যেতে লাগল, তখন ক্রুসেডারদের তাদের উপর চেপে বসল। এই যালেম ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেই ৭০ হাজার মুসলিমদের তারা একদিনেই হত্যা করেছে।

মুস'আব : আসতাফিরিল্লাহ। ক্রুসেডাররা তো অনেক বর্বর জাতি ছিল, আবু?



আবু এখন থেকে আমি নিজেকে একজন কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। আমার দুয়া ও লক্ষ্যে এই বাইতুল মুকাদ্দাসকে কখনোই ভুলে যাব না। কারণ এই বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের...

আমরা কেন এই পবিত্রভূমি ফিলিস্তিনকে ভালোবাসব। কেন আমাদের এই বরকতময় ভূমির প্রতি অন্তরে ভালোবাসা রাখা উচিত। এই কল্যাণপ্রাপ্ত শহরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একনজরে আসুন দেখে আসি...

১. ফিলিস্তিন, যার পবিত্র নগরী জেরুজালেম।
২. ফিলিস্তিনের ভূমিতে একটি মসজিদ আছে। যার নাম মাসজিদুল আকসা। এটি বাইতুল মুকাদ্দাস ও আল কুদস নামেও পরিচিত।
৩. হিজরতের পর ১৭ মাস নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মসজিদের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।
৪. মাসজিদুল আকসা পৃথিবীর যমীনে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ।
৫. সুরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাসজিদুল আকসার পরিবেশকে বরকতময় বলেছেন।